তারুণ্য সবখানে সর্বকালেই সৃষ্টিশীল ও আবেগবিহ্বল। তার জানার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, আর যুক্ত হওয়ার সদিচ্ছা সুন্দর। প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার দিকনির্দেশনা তাকে দেয় শক্তি ও সাহস। তারুণ্যনির্ভর এ নিয়মিত আয়োজনে থাকছে তারই কিছু আলোকপাত...

ইন্টারভিউ বোর্ডের আদবকেতা

● নুসরাত জাহান

বর্তমান সময়ে চাকরি যেন সোনার হরিণ! অনেকে গ্র্যাজুয়েশন তো বটেই, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেও চাকরির পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছেন। আবার অনেকে চাকরির জন্য লিখিত পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত তো হন, কিন্তু এরপর ভাইভা বা ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বাদ পড়ে যান। সফলতার প্রথম ধাপই হলো ইন্টারভিউ। এক কথায় বলতে গেলে কর্মজীবনের প্রথম সিঁড়ি এটি। চাকরিক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের অন্যতম এবং প্রথম স্থান হচ্ছে ইন্টারভিউ বোর্ড। সেখান থেকেই প্রার্থীকে নানাভাবে পরখ করা শুরু হয়। আপনি যে পেশার জন্যই ইন্টারভিউ দিতে যান না কেন, সেই পেশার জন্য আপনি কতখানি উপযুক্ত তা যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ইন্টারভিউ বোর্ডে উপস্থিত থাকবেন। তাই ইন্টারভিউ বোর্ডে হতে হবে সাবলীল।

চাকরির বাজার নাকি ভীষণ খারাপ : বর্তমানে এ কথাটি প্রচলিত খুব। চাকরির বাজার যেমনই হোক না কেন, অনেকে নিজের কারণেই চাকরি পাওয়ার আগেই তা খুইয়ে বসেন। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে অনেকেই নিজেকে ঠিকমতো উপস্থাপন করতে পারেন না। কেউ ভয় পেয়ে যান, কেউবা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হাতের জরুরি কাগজগুলোই ফেলে দেন। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো, যে প্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎকার দিতে যাচ্ছেন তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো ধারণা না নিয়েই যাওয়া! ফলে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে মাথা চুলকানো ছাড়া আর করার কিছু থাকে না। আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং নেতিবাচক আচরণের কারণেও অনেকে বাদ পড়ে যান। সাধারণত প্রশ্ন করে প্রার্থীর উপস্থিত বুদ্ধি যাচাই করে পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতা পরীক্ষা করাই ইন্টারভিউ বোর্ডের উদ্দেশ্য। তাই সবকিছু সামলে নিজেকে যোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে পারলে তবেই না মিলবে চাকরি! রইল ইন্টারভিউ বোর্ডকে মুগ্ধ করে চাকরি পাওয়ার জন্য কিছু টিপস।

থাকুন পরিপাটি : আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী– কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছেন? তাই একদম পরিপাটি হয়ে তবেই ইন্টারভিউ বোর্ডে যান। চুলের কাট থেকে শুরু করে পায়ের জুতা পর্যন্ত সবকিছুতেই যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর রুচির ছাপ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আগের রাতেই সবকিছু গুছিয়ে রাখুন যাতে সকালবেলা কিছু খুঁজে পেতে দেরি হয়ে না যায়। ছেলেদের জন্য 'ফরমাল লুক'ই ভালো। ক্লিন শেভড হয়ে যান, ভালো দেখাবে। আর যদি দাড়ি থেকেই থাকে, তাহলে এমনভাবে যান যাতে আপনার সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক ধারণা না জন্মে। মেয়েরা অলংকার পরতে চাইলে খুব হালকা ধরনের অলংকার পরুন। ছোট কানের দুল, গলায় চেন বা ছোট লকেট। হাতে চুড়ি পরতে চাইলে একটি করে পরুন, যাতে শব্দ না হয়। আর নূপুর না পরাই ভালো। চুলগুলো বেঁধে রাখতে পারেন, খোলা রাখতে চাইলে সামনের চুলগুলো ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখুন।

সচেতন থাকুন পোশাক বাছাইয়ে : মেয়েরা হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করুন। খেয়াল রাখবেন পোশাক যেন খুব টাইট বা অশালীন না হয়। পরতে পারেন শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ। আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এমন পোশাকই পরুন। ছেলেরা যদি হালকা রঙের ফর্মাল শার্টের সঙ্গে টাই পরেন, তাহলে খেয়াল রাখবেন সেটির রঙ যেন খুব বেশি উজ্জ্বল না হয়। কালো বা নেভি ব্লু রঙের টাই ইন্টারভিউয়ের জন্য মানানসই। আর হ্যাঁ, সুগন্ধি অবশ্যই ব্যবহার করবেন তবে তা যেন উগ্র গন্ধের না হয়।

হাঁটুন নিঃশব্দে : হাঁটার শব্দ বিরক্তির উদ্রেক করে। শব্দ করে বা মেঝেতে পা ঘষে ঘষে হাঁটবেন না। শব্দ হয় এমন জুতা পরিহার করুন।

অনুমতি নিন : ইন্টারভিউ কক্ষে ঢোকার আগে অনুমতি নিয়ে তারপর ঢুকুন। ঢুকেই সালাম বা সম্ভাষণ জানান। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে বসতে বলা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত না বসাই ভালো। বসার সময় আস্তে বসুন, শব্দ করে চেয়ার টেনে বসবেন না। সবকিছুতে যেন মার্জিত ও বিনয়ীভাব প্রকাশ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

ভাষার প্রয়োগ : প্রশ্নকর্তা যে ভাষাতে প্রশ্ন করছেন সে ভাষাতেই উত্তর দিন। আপনাকে বাংলায় প্রশ্ন করলে ইংরেজিতে উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই। একইভাবে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে ইংরেজিতেই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবেন। আর যদি আপনি ইংরেজিতে দুর্বল হয়ে থাকেন তাহলে বিনয়ের সঙ্গে বলুন যে, যদি আপনাকে বাংলায় উত্তর দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে আপনি আরো গুছিয়ে বলতে পারবেন। বিদেশি কেউ থাকলে যতটা সম্ভব তার প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতেই দিতে চেষ্টা করুন।

আগে শুনুন : অনেকে প্রশ্ন ভালোভাবে না শুনে, না বুঝেই হড়বড় করে উত্তর দেয়া শুরু করে দেন। এটা করবেন না মোটেও। আগে ভালোভাবে শুনুন, বুঝতে চেষ্টা করুন প্রশ্নকর্তা আসলে কী জানতে চেয়েছেন। এরপরে জবাব দিন। যা বলবেন ভেবে বলুন। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের মাঝখানে কথা বলবেন না। কয়েকটি প্রশ্ন একসঙ্গে করলে এক এক করে জবাব দিন। কোনো প্রশ্ন বুঝতে না পারলে প্রশ্নবোধকভাবে 'সরি' বলুন। আর যদি কোনো প্রশ্নে কনফিউশন থাকে তাহলে জবাবের শুরুটা এভাবে দিন, 'আমি যদি আপনার প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরে থাকি, তাহলে আমার উত্তর হলো...'।

মুখভঙ্গি : কোনো প্রশ্নের জবাব জানা না থাকলে অযথা মাথা চুলকানো, নখ কামড়ানো, নাক চুলকানো, তোতলানো বা